দামুড়হুদায় মাদকবিরোধী অভিযানে ৪ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মাদকবিরোধী অভিযানে ৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের জয়রামপুর মালিতাপাড়া এলাকায় এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকাবাসী প্রথমে মাদকদ্রব্যসহ ৪ জনকে আটক করে। পরে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় মাদক সেবন ও সংশ্লিষ্ট অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮” অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড প্রদান করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে জয়রামপুর গ্রামের মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে রবিউল ইসলামকে ২ বছরের কারাদণ্ড, দামুড়হুদা দশমী পাড়ার আমিন উদ্দীনের ছেলে কালাম হোসেনকে ১ বছর, দোস্ত গ্রামের রজব আলীর ছেলে রানা মিয়াকে ৬ মাস এবং কুমারীদহ গ্রামের মোমিন উদ্দিনের ছেলে মাহফুজ উদ্দিনকে ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম। এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং মাদকসংক্রান্ত কোনো অপরাধ সহ্য করা হবে না।

দামুড়হুদায় মাথাভাঙ্গা নদীতে মোবাইল কোর্ট: অবৈধ জাল ও কোমড় অপসারণ

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখতে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা নদীর সুবলপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরিচালিত এ অভিযানে নদীতে স্থাপিত ৫টি অবৈধ কোমড় অপসারণ করা হয় এবং প্রায় ২০০ মিটার নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে একটি অসাধু চক্র নদীর বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে কোমড় স্থাপন এবং নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জাল ব্যবহার করে মাছ শিকার করে আসছিল। এসব অবৈধ পদ্ধতির কারণে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজনন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল এবং নদীর জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছিল। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এলে তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অভিযান চলাকালে নদীর বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত অবৈধ কোমড় চিহ্নিত করে অপসারণ করা হয়। একইসঙ্গে নদীতে বিছানো বিপুল পরিমাণ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করে ঘটনাস্থলেই আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। এ সময় স্থানীয় জেলেদের মাঝে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়, যাতে তারা ভবিষ্যতে এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকেন।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম। অভিযানে উপজেলা মৎস্য অফিসের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

অভিযান শেষে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মৎস্য সম্পদ রক্ষায় এ ধরনের অবৈধ জাল ও স্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি নদীতে অবৈধভাবে মাছ শিকার বন্ধে নিয়মিত তদারকি জোরদার করা হবে এবং আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রশাসনের এ উদ্যোগে স্থানীয় সচেতন মহল সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং নদী রক্ষায় নিয়মিত এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

দামুড়হুদায় ইউটিউব দেখে আঙুর চাষ, আট মাসেই রানার সাফল্য

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কুমারীদহ মাঠে কৃষক রানা আলীর আঙুর বাগানে এখন থোকায় থোকায় ঝুলছে রসালো আঙুর।

বাণিজ্যিকভাবে আঙুর চাষ করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন তিনি। তার এই উদ্যোগে যেমন তিনি আশাবাদী, তেমনি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন আশপাশের কৃষকরাও।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইউটিউব দেখে প্রথমে আঙুর চাষে আগ্রহী হন রানা আলী। পরে স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলামের পরামর্শে প্রায় এক বিঘা জমিতে আঙুর চাষ শুরু করেন।

আট মাস আগে জয়রামপুর গ্রামের কুমারীদহ মাঠে নিজের হলুদ গোলাপ ফুলের বাগানের মধ্যেই আঙুরের চারা রোপণ করেন তিনি। দেশীয় চারা ছাড়াও ভারত থেকে বাইকুনুর, গ্রিনলং, অ্যাকোলোর, জয়সিডলেস ও ব্ল্যাক ম্যাজিক জাতের চারা সংগ্রহ করে চাষ শুরু করেন রানা।

চারা রোপণের তিন মাসের মধ্যেই গাছে ফুল ও ফল আসতে শুরু করে। বর্তমানে আট মাসের মাথায় গাছে থোকায় থোকায় আঙুর ঝুলছে। আর মাত্র ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যেই ফল বাজারজাত করতে পারবেন বলে আশা করছেন তিনি।

রানা আলি জানান, শুরু থেকে এখন পর্যন্ত জমি প্রস্তুত, চারা, সার, সেচ, পরিচর্যা ও শ্রমিক ব্যয়সহ মোট খরচ হয়েছে প্রায় দেড় লাখ টাকা। বাগানের নিয়মিত পরিচর্যার জন্য ছয়জন শ্রমিক কাজ করছেন। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী প্রতি কেজি আঙুর ৩০০ টাকা হলেও তিনি ২০০ টাকা দরে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছেন।

সে হিসেবে প্রায় সাত লাখ টাকার আঙুর বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা করছেন তিনি। তার বাগান দেখতে প্রতিদিনই স্থানীয় কৃষকদের ভিড় জমছে।

এছাড়া তিনি ১২ হাজার কলমের চারা উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে ইতোমধ্যে ১,২০০টি চারা উৎপাদন করেছেন, যার মধ্যে বিক্রি করেছেন তিন লাখ ৬০ হাজার টাকার চারা।

স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারা জানান, নতুন ফল চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে তারা সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস বলেন, এলাকার মাটি ও আবহাওয়া আঙুর চাষের জন্য উপযোগী।

সঠিক পরিচর্যা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে এটি কৃষকদের জন্য লাভজনক হতে পারে। তিনি আরও বলেন, রানা আলীর এই উদ্যোগ অন্য কৃষকদেরও উদ্বুদ্ধ করবে।

দামুড়হুদায় নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সর্বস্তরের মানুষের মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদায় চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মিজ্ লুৎফুন নাহারের সঙ্গে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় নেতা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বেলা ১২টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মিজ্ লুৎফুন নাহার বলেন, “দামুড়হুদা উপজেলার সার্বিক উন্নয়নে প্রশাসন সর্বোচ্চ

আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবে। জনগণের সমস্যা সমাধানে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আপনারা যে সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন, সেগুলো পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।”

তিনি আরও বলেন, “জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।” তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, সেবা কার্যক্রম সহজীকরণ এবং জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। সন্ধ্যার পর অপ্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের বাইরে না থাকার পরামর্শ দেন এবং ১৮ বছরের নিচে কারো কাছে সিগারেট বা তামাকজাত পণ্য বিক্রি না করতে স্থানীয় দোকানদারদের নির্দেশনা দেন। পাশাপাশি, স্কুল চলাকালীন সময়ে স্কুল ড্রেস পরিহিত শিক্ষার্থীদের স্কুলের বাইরে অবস্থান করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাগর দে, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল্লাহ আল শামীম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি একরামুল হক পিপুলসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম প্রজেক্টরের মাধ্যমে দামুড়হুদা উপজেলার সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীরা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম

জোরদারের বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।

সভা শেষে উপস্থিত সকলের সহযোগিতা কামনা করে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। স্থানীয়দের মতে, প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে এ ধরনের মতবিনিময় সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় জমি বিরোধে চাচাকে কুপিয়ে জখম, থানায় অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা মাঝেরপাড়ায় জমিজমা সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধের জেরে চাচাকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে ভাইপোর বিরুদ্ধে। সোমবার বেলা ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আহত জগন্নাথ বসু (৫৭), মৃত দূর্গাচরণ বসুর ছেলে, বাদী হয়ে তার ভাই ও দুই ভাইপোসহ ৪ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও ৩/৪ জন অজ্ঞাতনামাকে আসামি করে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন।

লিখিত এজাহার সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের বিশ্বনাথ বসু ও জগন্নাথ বসুর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সকালে জগন্নাথ বসু তার বসতবাড়ির পেছনের জমিতে ইটের প্রাচীর নির্মাণ করছিলেন। এ সময় আসামিরা ধারালো দা, লোহার শাবল ও বাঁশের লাঠি নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে সেখানে উপস্থিত হয়ে হামলা চালায়।

অভিযোগে বলা হয়, বিশ্বনাথ বসুর নির্দেশে তার ছেলে তীর্থ বসু ধারালো দা দিয়ে জগন্নাথ বসুর মাথায় কোপ দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। এ সময় অন্য আসামিরাও তাকে এলোপাতাড়ি মারধর করে।

স্বামীকে রক্ষা করতে গেলে জগন্নাথ বসুর স্ত্রী স্মৃতি বসুকেও মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া হামলার সময় আসামিরা নগদ ৩৮ হাজার টাকা ও এক ভরি ওজনের স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে

নেয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

আহত জগন্নাথ বসুকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়ার পর তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন জানান, এ ঘটনায় লিখিত এজাহার পাওয়া গেছে। মামলা রেকর্ডের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দামুড়হুদায় পাওনা টাকা ফেরত চাওয়ায় পরিবারে হামলা, থানায় অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ায় পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে এক পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে শিপলু আলীর কাছ থেকে প্রায় দুই মাস আগে পারিবারিক সমস্যার কথা বলে ২৩ হাজার টাকা ধার নেয় প্রতিবেশী শিহাব (২২)। পরে শিপলু আলী টাকা ফেরত চাইলে শিহাব নানা টালবাহানা করতে থাকে।

শিপলু আলী জানান, পাওনা টাকার জেরে গত ৩ এপ্রিল রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে অভিযুক্ত শিহাব, মৃত আজিবার মণ্ডলের ছেলে আকরাম
(৫৫) ও কামাল (৫০) এবং জিগার মণ্ডলের ছেলে জিয়া (৪০) পূর্বপরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার বাড়ির সামনে আসে। জিয়া তাকে ডাকলে তিনি বাইরে বের হলে অভিযুক্তরা তাকে অকথ্য ভাষায়

গালিগালাজ করে এবং ধারালো দা দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথায় কোপ দিতে চেষ্টা করে। তিনি হাত দিয়ে প্রতিহত করলে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে দা পড়ে যায়।

এ সময় তার মা, বাবা ও স্ত্রী বাধা দিতে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়। এতে তার মায়ের হাত ভেঙে যায়, পায়ে কোপ লাগে এবং স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করা হয়। হামলাকারীরা পাওনা টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

শিপলুর বাবা ইউনুস আলী জানান, তারা বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এ ঘটনায় শিপলু আলী বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, “এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

দামুড়হুদায় বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা সোনালী ব্যাংকের নিচে মোসলেম মার্কেটে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাজার বণিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ। দামুড়হুদা বাজার বণিক সমিতির আয়োজনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইউনুস আলী, সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান নয়ন, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমিতির প্রচার সম্পাদক শহিদুল ইসলাম।

সভায় প্রধান অতিথি রফিকুল হাসান তনু ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাজারে

দুটি টিউবওয়েল স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও সভায় বাসস্ট্যান্ড বণিক সমিতির সঙ্গে একীভূত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং দামুড়হুদা ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে একটি কৃষি হাট বসানোর বিষয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বণিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক লাভলু, সদস্য ফারুক হোসেন, আমির হোসেন, বল্টু রহমান, আব্দুর রহমানসহ অন্যান্য সদস্য। প্রায় সাড়ে ৪০০ ব্যবসায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বাজারের উন্নয়ন, ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

দামুড়হুদায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

বিদেশে নেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে চুয়াডাঙ্গার দৌলতদিয়ার দক্ষিণপাড়া এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে দামুড়হুদা মডেল থানায় পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার উত্তর চাঁদপুর (পশ্চিমপাড়া) গ্রামের হারুন অর রশিদ (৪৩) অভিযোগ করেন, তাকে কিরগিজস্তান দেশে নেওয়ার কথা বলে অভিযুক্ত একই গ্রামের আনছার আলী ও তার ছেলে মিলন হোসেন প্রায় ৫ লাখ ২০ হাজার টাকা গ্রহণ করে। পরে তাকে ভ্রমণ ভিসায় বিদেশে নিয়ে গিয়ে কোনো কাজের ব্যবস্থা না করে অবৈধভাবে সেখানে ফেলে রাখা হয়।

ভুক্তভোগী জানান, দীর্ঘদিন প্রবাসে মানবেতর জীবনযাপন শেষে পরিবারের পাঠানো আরও ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এতে তার পরিবার প্রায় ৮ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতির

সম্মুখীন হয়। দেশে ফিরে অভিযুক্তদের কাছে টাকা ফেরত চাইলে তারা নানা টালবাহানা শুরু করে এবং একপর্যায়ে তাকে হুমকি-ধামকি দেয় বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা আদালতে মামলা দায়ের হলে আদালত আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। এরপর থেকে আসামি পলাতক ছিল।

পরবর্তীতে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে তাকে দৌলতদিয়ার শ্বশুরবাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গেই নয়, নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেও প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। একসময় তিনি ফায়ার সার্ভিসে চাকরি করলেও পরবর্তীতে তা ছেড়ে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে জড়িয়ে পড়েন বলে এলাকাবাসীর দাবি। এছাড়াও, অভিযুক্তরা এ ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে আরও একাধিক ব্যক্তিকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল এবং তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন জেলায় প্রতারণার একাধিক মামলা রয়েছে। তার নামে অন্তত তিনটি গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে, যা ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৫ সালে দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে জারি করা হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় বেশি দামে জ্বালানি

তেল বিক্রি, জরিমানা ও জ্বালানি জব্দ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পেট্রোল ও অকটেন বিক্রির অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

অভিযানে ‘আবু হাসান অটোমোবাইল’-এর মালিক আবু জারকে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬-এর ধারা ২০ অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় তার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৫০০ লিটার অকটেন ও পেট্রোল জব্দ করা হয়।

শনিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা চত্বরে জব্দকৃত জ্বালানি সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি মূল্যে বিক্রি করা হয়।

জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল এবং জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফাহাদ চৌধুরী।

সূত্রে জানা যায়, জব্দকৃত অকটেন ও পেট্রোল খুলনার একটি ডিলার পয়েন্ট থেকে সংগ্রহ করে অতিরিক্ত দামে বিক্রি করা হচ্ছিল।

পরে শনিবার সকালে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জব্দকৃত জ্বালানি তেল সরকারি নির্ধারিত মূল্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্রি করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল জানান, ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা আয়োজনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস (২৬ মার্চ) উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। একই সাথে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা করা হয় দামুড়হুদা মডেল থানা চত্বরে।

সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে শহীদদের স্মরণে উপজেলার নাটুদাহের আটকবর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন ও সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে দামুড়হুদা মিনি স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমিন।

সকাল ১০টায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান সাহেল। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাসনাত সহ মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার পরিজন উপস্থিত ছিলেন।

দুপুর ১২টায় মিনি স্টেডিয়ামে উপজেলা প্রশাসন বনাম ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও এতিমদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয় এবং দেশের শান্তি, সুখ-সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনায় বিশেষ মোনাজাত ও

প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার সকল বিনোদন কেন্দ্র ও পার্ক শিশুদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।